শ্রবণে

সুকুমার রায়

১নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছলচল জলধারে

বেণুবনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ মন যেন চায় কারে।

ক. শ্রাবণ এর একটি সমার্থক শব্দ লেখ।

খ. বর্ষণমুখর দিনের সাথে অন্যদিনের তফাৎ বুঝিয়ে লিখ।

গ. উদ্দীপকের সাথে কবিতার সুনিদি্ষ্ট সাদৃশ্য আছে কিনা বিশ্লেষণ কর।

ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্যে নতুন একটি দিক বিদ্যমান উক্তিটি যথার্থতা নির্ণয় কর।

১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. শ্রাবন এর সমার্থক শব্দ বাদল।

খ. বর্ষনমুখর দিনের সাথে অন্য দিনের তফাৎ বৃষ্টিহীন শুষ্ক পরিবেশে খরা বোঝ যায়।

বর্ষামানেই বৃষ্টি। বর্ষমুখর দিনে বৃষ্টি হয় অবিরল ধারায়। অন্য দিনগুলোতে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। অন্যদিন বলতে বৃষ্টিহীন খরার সময়কে বোঝানো হয়।

গ. উদ্দীপকের সাথে কবিতার বর্ষনমুখর দিনের সুনিদির্ষ্ট সাদৃশ্য আছে। শ্রাবণে কবিতায় বষর্ণমুখর দিনের নিবিড় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শ্রাবণে বৃষ্টি অবিরাম হতে থাকে। মুষলধারে বৃষ্টি হলে প্লাবন হয়। গ্রীষ্মের দাবদাহের পর বৃষ্টি প্রকৃতিতে স্নিগ্ধতা নিয়ে আসে। প্রকৃতির পরিবর্তন নতুনত্ব আনে।

উদ্দীপকে বর্ষনমুখ দিনের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। বাইরে কান্নার সুরে অবিরাম বৃষ্টির জলধারা বইছে। এমন দিনে প্রিয়জনকে মনে পড়ে। বর্ষণমুখল দিনের ও বর্ণনা কবিতায় বর্ণিত বর্ষণমুখরতাকে মনে করিয়ে দেয়। সাদৃশ্যটা এভাবেই সুনিদির্ষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকের বক্তব্যে নতুন একটি দিক বিদ্যমান উক্তিটি যথার্থ। সুকুমার রায় রচিত শ্রাবণে কবিতায় বর্ষাকাল বর্ণিত হয়েছে। অবিরাম বর্ষনে বাদলের ধারাপাত অন্যরকম আবহ আনে। বৃষ্টিতে গাছপালা সজীব হয়ে ওঠে নদীনালা ঘোলাজলে ভরে ওঠে । অবিরাম বর্ষনে প্লাবন হয়। গ্রীষ্মের দাবদাহের স্মৃতি ভুলে প্রকৃতি বৃষ্টিমুখর স্নিগদ্ধতারয় নতুনত্ব পায়। ধরনীয় বুকে নতুন করে সুখ দুখের সময় আসে।

উদ্দীপকে বষর্ণমুখর দিনের পরিবেশ জীবন্তু হয়ে উঠেছে। বাইরের পরিবেশে কান্নার মতো অবিরাম সুরে বর্ষন হচ্ছে ছলচল জলধারে। এ বর্ষণমুখর দিনে প্রিয়জনকে মনে পড়ছে কবির। বর্ষণমুখর দিনের সাথে স্মৃতিকাতর আবহ তৈরিহয়েছে।

কবিতায় বর্ষণমুখর দিনে পরিবেশ এসেছে বিভিন্ন অনুষঙ্গে। উদ্দীপকে বর্ষমুখর দিনে প্রিয়জনকে মনে পড়ার কথা বলা হয়েছে। নষ্টালজিক আবহের এ অনুভুতিই উদ্দীপকে নতুনত্ব এনেছে। তা্ই বলা যায় উদ্দীপকের বক্তব্যে নতুন্ একটি দিক বিদ্যামান।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আদিব তার বাবার মুখে বাংলা বারো মাসের নাম জানতে চাইল। বাবা সবুগলো নাম বললেন। আষাঢ় ও শ্রাবনের দুইমাস বর্ষাকাল শুনতেই সে জিজ্ঞেস করল বৃষ্টি কি এ দুই মাসেই হয়? বাবা বললেন বৃষ্টি অন্যসময়েও হতে পারে তবে এ দুই মাসেই বর্ষাকাল। বাবা আরও বললেন বর্ষায় প্রকৃতি আরও বেশি সতেজ হয়ে উঠে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা কেটে যায় আর শরতের শুভ্রতার ইঙ্গিত দেয়।

ক. জর্জর শব্দের অর্থ কী?

খ. প্লাবন বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকের বর্ষার সাথে কবিতায় বর্ণিত বর্ষার সাদৃশ্য বিশ্লেষন কর।

ঘ. কবিতার সাথে উদ্দীপকের বিশেষ পার্থক্যই উদ্দীপককে আলাদা করেছে উক্তিটির সাথে তুমি কী একমত? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. র্জজার শব্দের অর্থ কাতর

খ. প্লাবন বলতে একটানা বর্ষনে সৃষ্ট বন্যাকে বোঝানো হয়।

বর্ষাকালে স্বাভাবিকভাবেই বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি হলে পরিবেশের উপর তার প্রভাব পড়ে। একটানা বর্ষণে নদীনালা খালবিল ভরে যায়। এতে বন্যার সৃষ্টি হয় এবং একেই প্লাবন বলে।

গ. উদ্দীপকের বর্ষণমুখর সময়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। গ্রীষ্ম থেকে বর্ষায় পালাবদল ঘটলে অবিরাম বর্ষণে ধারাপাত তৈরি হয়।গাছপালা নদীনালা নতুনরুপ পায়। প্লাবন সৃষ্টি হয় উম্মাদ শ্রাবণে। ধরনীতে নতুন করে সুখ দুঃখের হিসাব চলে।

উদ্দীপকে আদিব তার বাবার কাছে বাংলা বারোমাসের নাম জানতে চায়।আষাঢ় ও শ্রাবন নিয়ে তার আগ্রহ হয়। বাবা তাকে জানান এ দুই মাসেই বর্ষাকাল। এ সময় বৃষ্টি হয়। বর্ষাকালের সুনিদির্ষ্ট সময় বর্ণনায় উদ্দীপকের বক্তব্য কবিতার বক্তব্যে সাদৃশ্য তৈরি করে।

ঘ. হ্যা কবিতার সাথে উদ্দীপকের বিশেষ পার্থক্যই উদ্দীপককে আলাদা করেছে উক্তিটির সাথে আমি একমত।

সুকুরমার রায় রচিত শ্রাবণে কবিতায় বর্ষাকালের বর্ণনায় প্রকৃতির পালাবদল ফুটে উঠেছে । গ্রীষ্ম থেকে বর্ষার আগমন ঘটে। অফুরান বর্ষন নামতার ধারাপাত তৈরি করে। উম্মাদ শ্রাবনের ধারায় প্লাবন আসে।

ধরণীর বুকে নতুন করে সুখ দুঃখের সময় শুরু হয়।

উদ্দীপকে আদিব তার বাবার কাছে বাংলা বারো মাসের নাম জানতে চায়। বর্ষাকালের সময়টি তার কাছে আগ্রহের বিষয়। বাবা তাকে জানান আষাঢ়ও শ্রাবন এ দুই মাস বর্ষাকাল। বর্ষায় চারপাশ বৃষ্টিতে সতেজ হয়ে ওঠে । বর্ষার পর শরতের আবহাওয়া ইঙ্গিত দেয় নতুন সময়ের।কবিতার বিষয়বস্তুতে শ্রাবণ মাস বর্ষাকালের পরিবেশ তৈরি করে।

উদ্দীপকে বর্ষার পাশাপাশি শরতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বর্ষা ও শরতের দ্বৈত বর্ণনা উদ্দীপকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা কবিতায় নেই। তাই বলা যায় কবিতার সাথে উদ্দীপকের বিশেষ পার্থক্যই উদ্দীপকের আলাদা করেছে।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্ন ঃ ১। সুকুমার রায়ের একটি গ্রন্থের নাম লিখ

উত্তরঃ সুকুমার রায়ের একটি গ্রন্থের নাম হযবরল।

প্রশ্ন ঃ ২। আবোল তাবোল গ্রন্থটির লিখেছেন কে?

উত্তরঃ আবোল তাবোল গ্রন্থটির লিখেছেন সুকুমার রায়।

প্রশ্ন ঃ ৩। রোদের স্মৃতিটুকু কী হয়ে যায়।

উত্তরঃ রোদের স্মৃতিটুকু ধুয়ে যায়।

প্রশ্ন ঃ ৪। উম্মাদ শব্দের অর্থ কী?

উত্তরঃ উম্মাদ শব্দের অর্থ ক্ষিপ্ত।

প্রশ্ন ঃ ৫। কবি সুকুমার রায় কোন মাসকে উম্মাদ বলেছেন?

উত্তরঃ কবি সুকুমার রায় শ্রাবণ মাসকে উম্মাদ বলেছেন।

প্রশ্ন ঃ ৬। ঘোলাজলে ভরে ওঠে কী?

উত্তরঃ ঘোলাজলে ভরে ওঠে নদীনালা।

প্রশ্ন ঃ ৭। ছাত শব্দের অর্থ কী?

উত্তরঃ ছাত শব্দের অর্থ ছাদের কথারুপ।

প্রশ্ন ঃ ৮। শ্রাবনে কবিতায় রচিয়তা কে?

উত্তরঃ শ্রাবনে কবিতায় রচিয়তা সুকুমার রায়।

প্রশ্ন ঃ ৯। সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন কোথায়?

উত্তরঃ সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন কলকতায়।

প্রশ্ন ঃ ১০। সুকুমার রায়ের খাই খাই কী ধরনের গ্রন্থ।

উত্তরঃ সুকুমার রায়ের খাই খাই একটি ছড়াগ্রন্থ।

অনুধাবনমুলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্ন ঃ ১। প্লাবন বলতে কী বুঝ?

উত্তরঃ প্লাবন বলতে একটানা বর্ষণে সৃষ্ট বন্যাকে বোঝানো হয়।

বর্ষাকালে স্বাভাবিকভাবেই বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি হলে পরিবেশের উপরতার প্রভাব পড়ে। একটানা বর্ষনে নদীনালা খালবিল ভরে যায়। এতেবন্যায় সৃষ্টি হয় এবং একই প্লাবন বলে।

প্রশ্ন ঃ ২। বর্ষণমুখর দিনের সাথে অন্যদিনের তফাৎ বুঝিয়ে লেখ।

উত্তরঃ বর্ষনমুখর দিনের সাথে অন্য দিনের তফাৎ বৃষ্টিহীন শুষ্ক পরিবেশে খরা বোঝ যায়।

বর্ষা মানেই বৃষ্টি। বর্ষনমুখর দিনে বৃষ্টি হয় অবিরল ধারায়। অন্য দিনগুলোতে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। অন্যদিন বলতে বৃষ্টিহীন খরার সময়কে বোঝানো হয়।

প্রশ্ন ঃ ৩। শ্রাবণকে উম্মদ বলা হয়েছে কেন?

উত্তরঃ শ্রাবণে অবিরত বর্ষার ধারা অব্যাহত থাকে তাই তাই শ্রাবণকে উম্মদ বলা হয়েছে।

শ্রাবন মাসে বিরতীহন বৃষ্টিধারা বইতে থাকে। আষাঢ়ের থেকে শ্রাবণে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হয়। বৃষ্টির ধারা শুরু হলে তা থামবার নামটি পর্যন্ত করে না। এর ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অবিরাম বর্ষনের বৈশিষ্ট্যর জন্যই শ্রাবণকে উম্মাদ বল াহয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৪। শ্রাবণে নামটি কবিতারয় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তরঃ শ্রাবনে নামটি কবিতায় বর্ষাকাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রচলিত অর্থে শ্রাবণ মুলতএকটি মাসের নাম । বাংলা বারো মাসের এটিচতুর্থ মাস। যে দুটি মাস নিয়ে বর্ষাকাল তার একটি এই শ্রাবণ। কবিতায় শ্রাবণে নামটি বর্ষাকালের প্রতীক। অবিরাম বর্ষনকে বোঝাতে শ্রাবণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৫। অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত বলতে কী বোঝানো হয়েছে।

উত্তরঃ বৃষ্টির অরিবত ঝড়ে পড়াকে অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত বোঝানো হয়েছে।

গণিতে নামতার মাধ্যমে অঙ্ক বোঝানো হয়। গণনার মাধ্যমে এই নামতা যা অবিরত পড়ে মুখস্থ করতে হয়। বৃষ্টি যখন মুষলধারে শুরু হয তখন নামতা পড়ার মতোই একটা আবহ তৈরি হয়। কবি তাকেই অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত বুঝিয়েছেন।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ**

সেদিনও আকাশে ঘনালো বর্ষা

বাজ আর বিদ্যুতে

নেমে এলো সে কি শ্রাবণের ধারা

প্রবল জীবন যেন।

নেমে এলো একমুর্হুত উল্লাসে

ভাসাল প্রাত্যাহিকের কড়চা।

মেশালো আপন সত্তাকে দুরে ঘরে এনে অন্তুতে

দীর্ঘ জীবন যেন।

ক. সুকুমার রায়ের আদি পৈতৃক নিবাস কোথায়?

খ. প্রাণখেলা বরষা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. নেমে এলো সে কি শ্রাবণের ধারা চরণটিতে শ্রাবণে কবিতার কোনদিকের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা

ঘ. উদ্দীপকে শ্রাবণে কবিতার সমগ্রতা সার্থকভাবে ফুটে উঠেনি মন্তব্যটি যথার্থতা যাচাই কর।

২। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ**

সজীব এবার বর্ষায় গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। শেষ বিকেলে বারান্দায় বসে সে আশপাশের প্রকৃতি দেখছিল। এসময় হঠাৎ করে নেমে আসে বৃষ্টি । বৃষ্টির জল পেয়ে কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই তার আশপাশের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। গাছপালা এরুপ পরিবর্তনে তার মনের মধ্যে ভেসে উঠে অতীত সুখ দুখের কথা । মনের অজান্তেই সে গেয়ে ওঠে।

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর ও দিনে

কানি নে জানি নে

কিছুতেই কেন যে মন লাগে নাঃ

ক, বর্ষাকাল কোন কোন মাস নিয়ে গঠিত?

খ. বৃষ্টি প্রকৃতিতে কীভাবে পরিবর্তন আনে? বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের বর্ষা প্রকৃতির সাথে তোমার দেখা বর্ষা প্রকৃতির তুলনা কর।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

৩। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ**

১ বৃষ্টি এলো কাশবনে/ জাগল সাড়া ঘাসবনে

নদীতে নাই খেয়া ডে / ডাকল দুরে খেয়া যে

কোন সে বনের আড়ালে/ ফুটল আবার কেয়া যে

২ যে কথা আখিনীরে/ বাহিয়া গেল ধীরে

সেকথা আজি যেন বলা যায়/ এমন ঘনঘোর বরিষায়।

ক. রৌদ্রের স্মৃতিটুকু কী হয়?

খ. গ্রীষ্মের রৌদ্রের চিহ্ন ধুয়ে যায় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপক ২ শ্রাবণে কবিতারকোন দিকটি ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপক ১ ও ২ শ্রাবণে কবিতার সমগ্রভাবে যথাযথভাবে ধারণ করে কী? তোমার মতামত দাও।

৪। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ**

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাই আর নাহিরে।

ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।

বাদলের ধারা ঝারে ঝরঝ

আউশের ক্ষেত্র জলে ভরভর

কালি মাখা মেঘে ও পারে আধার ঘনিয়াছে দেখা চাহি রে

ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।

ক. সারাদিন সারারাত কী ঝরে?

খ. আকাশের মুখ ঢাকা কেন?ব্যাখ্যাকর।

গ. উদ্দীপকটি শ্রাবণে কবিতার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপক ও শ্রাবণে কবির ভাবার্থ অভিন্ন তোমার যৌক্তিক মতামত দাও।

শ্রবনে

১। কখন জলজলে জলময় দশদিক টলমল করে?

ক. হেমন্তে খ. শীতে

গ. গ্রীষ্মে ঘ. বর্ষার

২। শ্রাবনে কবিতায় কার স্নাদের কথা বলা হয়েছে?

ক. মানুষ খ. প্রকৃতি

গ. নদী ঘ. ধান গাছ

৩। প্রকৃতিতে কখন প্রানের সঞ্চার ঘটে?

ক. গ্রীষ্মে খ. বৈশাখ মাসে

গ. বর্ষায় ঘ. শীতে

৪। সুকুমার রায় একটি প্রিয় নাম-

ক, শিশু কিশোর পাঠকদের কাছে

খ. পাঠকদের কাছে

গ. সকল পাঠকের কাছে

ঘ. কলকাতাবাদীর কাছে

৫। রসের কবিতা হাসির গল্প ইত্যাদি শিশুতোষ রচনার জন্যে সুকুমার রায় অমর হয়ে আছেন

ক. সংস্কৃত সাহিত্যে খ. শিশুতোষ সাহিত্যে

গ. হিন্দি সাহিত্যে ঘ. বাংলা সাহিত্যে।

৬। শ্রাবন কবিতাটি কে লিখেছেন?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সুফিয়া কামাল

গ. সুকুমার রায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। সুকুমার রায়ের পুত্রের নাম কী?

ক. কালিদাশ রায় খ. সমরেশ রায়

গ. সত্যজিত রায় ঘ. সত্য সাহা

৮। খাই খাই ছড়াগ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সুফিয়া কামাল

গ. সুকুমার রায়

৯। সত্যজিত রায় কী ছিলেন

ঘ. কিংবদিন্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক

ক. কিংবদন্তি নাট্যকর ও খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক

খ. কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা ও খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক

গ. কিংবদন্তি সাহিহ্যিক ও কবি

১০। সুকুমার রায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ঢাকায় খ. কলকাতায়

গ. করাচীতে ঘ. মালদাহে

১১।হযরবল কার লেখা?

ক. কাজী নজরুল্ ইসলামের খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে

গ. সুকুমার রায়ের ঘ. সুফিয়া কামালের

১২। সুকুমার রায় রচিত নিচের কোনটি?

ক. পাগলা দাশু খ. মায়া কাজল

গ. অগ্নিবীনা ঘ. বনফুল

১৩। সুকুমার কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

ক. ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে খ.১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে

গ.১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ঘ.১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে

১৪। শ্রাবনে কবিতাটি কোন ছাড়াগ্রন্থের অন্তর্গক্ত?

ক. পাগলা দাশু খ. খাই খাই

গ. আবোল তাবোল ঘ. হযবরল

১৫। শ্রাবণে কবিতার প্রথম চরণ নিচের কোনটি?

ক. অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত

খ. জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত

গ. আকাশের মুখ ঢাকা ধোয়া মাখা চারিধার

ঘ. নদীনালা ঘোলাজল ভরে ওঠে ভরসায়

১৬। ধুযে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের এর পরের চরম কোনটি?

ক. শুধু যেন বাজে কোথা নিঃ ঝুম ধুক ধুক

খ. ধরণীর আশাভয় ধরণীয় সুখ দুখ

গ. ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের

ঘ. উৎসব ঘনঘোর উম্মাদ শ্রাবণের

১৭। নিচের কোন চরণটি সঠিক?

ক. পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধার

খ. পৃথিবরি পিটে ছাত ঝমাঝম বারিধার

গ. পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধারা

ঘ. পৃথিবী ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধারা

১৮। শ্রাবণে কবিতাটির উদ্দেশ্যে কী?

ক. শিক্ষার্থীদের বৃষ্টি সম্পর্কে আকৃষ্ট করে তোলা

খ. শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ও পরিবেশে বিষয়ে আকৃষ্ট করে তোলা

গ. শিক্ষার্থীদের বৃষ্টি সম্পর্কে মনোযোগ সৃষ্টি করা

ঘ. শিক্ষার্থীর শ্রবণে মাস সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া

১৯। বাদলের ধারা কখন পড়ে?

ক. সারাদিন খ. সারারাত

গ. সকালে বিকেলে ঘ. সারাদিন সারারাত

২০। জর্জর শব্দের অর্থ কী?

ক. পাথর খ. কাতর

গ. ইতর ঘ. নিঝুম

২১। নদীনালা ঘোলাজলে কখন ভরে উঠে?

ক. গ্রীষ্মে খ. শীতে

গ. বর্ষায় ঘ. বসন্তে

২২। ধরনীর আশাভয় ধরনীর সুখদুখ এর আগের চরণ কোনটি?

ক. ধুয়ে রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের

খ. শুধু যেন বাজে কোথা নিঝুম ধুকধুক

গ. ধুয়ে যায় যত তাপে জজর গ্রীষ্মের

ঘ. জলে জলে জলময় দশদিক টলমল

২৩। গাছপালা প্রাণ খোলে স্নান করে কখন?

ক. গ্রীষ্মে

খ. বর্ষায়

গ. শীতে

ঘ. হেমন্তে

২৪। অবিরাম্ একই গান কোনটি?

ক. ঢালো জল

খ. ঢালো ঢালো জল

গ. জল ঢালো

ঘ. ঢালো জল ঢালো জল

২৫। নিচের কোনটি চরণটি সঠিক?

ক. শুধু যেন বাজে কোথায় নিংঝুম ধুকধুক

খ. শুধু যেন বাজে কোথা নিঃজুশ ধুকধুক

গ. যেন শুধু বাজে কোথা নিঃঝুম ধুকধুক

ঘ. শুধু বাজে যেন কোথা নিঃঝুম ধুকধুক

২৬। উম্মাদ শব্দের অর্থ কী?

ক. লিপ্ত খ. জ্যান্ত

গ. ক্ষিপ্ত ঘ. নিঃশব্দ

২৭। বর্ষার জলে রুক্ষ প্রকৃতি মুহুতেই কী হয়?

ক. তলিয়ে যায় খ. খালি হয়ে যায়

গ. পরিপূর্ণ হয় ঘ. সতেজহয়

২৮। ধরণীর আশাভয় কী নিয়ে?

ক. বর্ষা নিয়ে খ. প্রকৃতি নিয়ে

গ. সুখদুখ নিয়ে ঘ. স্মৃতি নিয়ে

২৯। দশদিক টল মল কেন?

ক. প্রকৃতি কারণে খ. নদীনালা কারণে

গ. জলের কারণে ঘ. রৌদ্রের কারণে

৩০। জলেজলে জলময় দশদিক টলমল এর পরের চরণ কোনটি?

ক. অবিরাম একই গান ঢালো জল ঢালো জল

খ. ধুয়ে যায় যত তাপ জর্জর গ্রীষ্মের

গ. শুধু যেন বাজে কোথা নিঃঝুম ধুকধুক

ঘ. ধরনীর আশাভয় ধরনীর সুখদুখ

৩১। বারিধার শব্দের অর্থ কী?

ক. ছাদ　　খ. জলের ধারা

গ. কাতর　　ঘ. নিঝুম

৩২। মানবমনের আশা আকাঙ্খা সুখ দুখের পালাবদল ঘটে কিসেরমতো?

ক. বর্ষার মতো　　খ. নদীনালার মতো

গ. ঋতুর মতো　　ঘ. গ্রীষ্মের মতো

৩৩। শ্রাবণে কবিতায় কোনমাসকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে?

ক. আষাঢ়　　খ. শ্রাবণ

গ. ভাদ্র　　ঘ. আশ্বিন

৩৪। নিঃঝুম শব্দের অর্থ

i. নিঝুম

ii. নীরব

iii. নিঃশব্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii

গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৩৫। সুকুমার রায় রচনা করেন

i. আবোল তাবোল

ii. গাগলা দাশু

iii. হযবরল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii

গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়এবং ৩৬ও ৩৭ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। কখনো বড় বড় ফোটায় তবে ধীরে ধীরে কখনো হুড়মুড় করে। কখনো পড়ছে ঝিরঝির করে খুব হালকা। কখনো আবার পড়ে ঝমঝম বৃষ্টি । বৃষ্টি নদীর পানি উপচে পড়ছে।

৩৬। উদ্দীপকটি কোন কবিতায় ভাবকে নিদের্শ করে?

ক. এই অক্ষরে　　খ. শ্রাবণে

গ. সাম্য　　ঘ. নতুন দেশ

৩৭। ভাব নিদের্শন করার কারণ

i. অঝর ধারায় বৃষ্টি

ii. নদীর পানি উপচে পড়া

iii. ঝমঝম বৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii